R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকসন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিস্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এস,কে,রায় হার্ডওয়্যার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ
ইলেকট্রিক সরঞ্জাম সিমেন্ট রং

ফ্যান ল্যাম্প মেসিন-পার্টস

৬৩শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
৯ই জুন, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

ষ্টেট ব্যাঙ্কের রসিদ জাল করে জীবন বীমা সংস্থার হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ, ১ জুন—ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়ার জঙ্গিপুর শাখার রসিদ জাল করে জীবন বীমা সংস্থার স্থানীয় ডেভেলপমেনট অফিসার হরেন্দ্রনাথ রায় কিভাবে হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন তার কয়েকটি চাঞ্চল্যকর তথ্য আমাদের হস্তগত হয়েছে। এই সব তথ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, তিনি ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়ার রসিদ জাল করেছেন, পলিসি হোলডারদের প্রিমিয়ামের টাকা আত্মসাৎ করেছেন এবং জীবন বীমা সংস্থার সুনাম ক্ষুণ্ণ করেছেন। জীবন বীমা সংস্থার ডেভেলপমেনট অফিসার হিসেবে তাঁর কোড নম্বর ১০৪/৪৪৬।

জীবন বীমা সংস্থাকে ভাঙিয়ে হরেনবাবুর এই জালিয়াতির কারবার চলছিল ১৯৬৬ সাল থেকে। তিনি লাইফ ইনসিয়োর প্রিমিয়ামের টাকা পলিসি হোলডারদের কাছ থেকে নিতেন কিন্তু কোন রসিদ দিতেন না। পলিসি হোলডাররা রসিদ চাইলে নানারকম অজুহাতে তিনি তাঁদের ফিরিয়ে দিতেন। যাঁরা একান্তই নাছোরবান্দা তাঁদের দিতেন ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়ার জঙ্গিপুর শাখার রসিদ। পরে রসিদগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সেগুলি আসল নয়। অর্থাৎ যঁদের নাম রসিদে লেখা আছে সেগুলি আদৌ তাঁদের নয়।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, তাহলে কি করে তিনি ষ্টেট ব্যাঙ্কের রসিদ জাল করতেন। সেই প্রশ্নের জবাব আমরা পেয়েছি জাল রসিদের কয়েকটি ফটোষ্টাট কপি থেকে। পলিসি হোলডাররা জানতে পেরেছেন জীবন বীমা সংস্থার বহরমপুর শাখা অফিসে খোঁজখবর নিতে গিয়ে। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। হরেনবাবু এভাবে শুধুই যে বড়লোকদের টাকা আত্মসাৎ করেছেন তাই নয়, গ্রাম-গঞ্জের গরীব-দুঃখী সকলের টাকাই আত্মসাৎ করেছেন। তাঁর জন্য অনেক পলিসি হোলডারকে চোখের জল ফেলতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। নিরপেক্ষ তদন্ত হলে প্রতারিতের তালিকা বাড়বে বই কমবে না।

যাই হোক, জাল রসিদের ফটোষ্টাট কপি প্রসঙ্গে আসা যাক। আমার সামনে যে দুটো ফটোষ্টাট কপি আছে তাতে দেখা যাচ্ছে পলিসি হোলডার এম আগরওয়ালার নামে ৬ এপ্রিল ১৯৭৪ তারিখে ষ্টেট ব্যাঙ্কের ট্রিপলিকেট ১০৬ নম্বর রসিদে ৫৬০ টাকা জমা পড়েছে। এম আগরওয়ালার পলিসি নম্বর লেখা রয়েছে ৩২৮৮২৪৮০। প্রিমিয়াম ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত। কিন্তু রসিদের মাথার ওপর বামদিকে ব্যাঙ্কের ছাপ মারা সীলে মারচ, ১৯৭৪ লেখা রয়েছে। তারিখ অস্পষ্ট। দ্বিতীয় ফটোষ্টাট কপিতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত নারায়ণদাস আগরওয়ালার নামে ৩১৭৫৮০৫৫ নম্বর পলিসিতে জমা টাকার অঙ্ক লেখা রয়েছে তিন জায়গায় তিনভাবে। দু'জায়গায় কথায় ও অঙ্কে লেখা হয়েছে ৬৫৯.৫৯ টাকা, অন্য এক জায়গায় অঙ্কে ৬৫৯.৫০ টাকা। ষ্টেট ব্যাঙ্কের এই রসিদের নম্বর ১০৭, হাতে লেখা তারিখ ১৮ এপ্রিল ১৯৭৪। কিন্তু রসিদে মাথার ওপর বাম দিকে ব্যাঙ্কের ছাপ মারা সীলে স্পষ্ট তারিখ ফুটে উঠেছে

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

জঙ্গিপুর গাড়ীঘাটে মধুচক্রের কারবার মাথা চাড়া দিয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ জুন—বহু বিতর্কিত জঙ্গিপুর গাড়ীঘাটটি বর্তমানে সমাজবিরোধীদের অসামাজিক কার্যকলাপে সাধারণ নাগরিকদের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে মাথা চাড়া দিয়েছে মধুচক্র—আদিম সেই পাপ ব্যবসা। খবরটি পুলিশী সূত্রের।

রঘুনাথগঞ্জ থানার একজন পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, ইছাখালি, গঙ্গাপ্রসাদ, কাঁটাখালি, বড়জুমলা প্রভৃতি গ্রামের একদল 'বাউণ্ডুলে' মেয়ে মধুচক্রের কারবার গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। এদের বয়স ১৮ থেকে ২৫ এর মধ্যে। ৩০-৩৫ বছর বয়সের কয়েকজন মেয়েও আছে তাদের দলে। সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এরা মালদহ, রায়গঞ্জ, কুচবিহার, পাকুড়, দুমকা প্রভৃতি জায়গায় সারাদিন ভিক্ষে করে। সন্ধ্যা অথবা রাত্রের দিকে গ্রামে ফেরার পথে মধুচক্রের আসরে নামে জঙ্গিপুর গাড়ীঘাটে। স্থানীয় তথাকথিত কিছু ভদ্র ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে। মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগানো হয় কয়েকজন রিকসা প্যাডলারকে। দাবার আসর, চায়ের দোকান প্রভৃতি স্থানে চুক্তির পর 'শ্রীকৃষ্ণের কদমতলা'য় পরিণত হয় বাসষ্ট্যাণ্ড, বাগান প্রভৃতি স্থান। বাস কণ্ডাকটর ও চালকরা তিক্ত-বিরক্ত হয়ে বারবার অভিযোগ করেছেন। তবু এই মধুচক্র বন্ধ হয়নি। পুলিশ অফিসারটির মতে, অবাধ এই পাপ ব্যবসা বন্ধ করে জঙ্গিপুর গাড়ীঘাটে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলে স্বাভাবিক চলাফেরার উপযুক্ত করতে পুলিশকে সক্রিয় হতে হবে। এবং এই কারবার বন্ধ হলে যৌনরোগের বিস্তারলাভও বন্ধ হবে।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

১০+২ ক্লাস

১০+২ ক্লাসের নূতন পাঠ্যসূচী ঘোষিত হইবার পর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে অনেক শিক্ষক ছাঁটাই হইবেন বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল। ইহা লইয়া আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কও হইয়াছিল একাধিকবার। যদি সত্য-সত্যই তাহা হইত, তাহা হইলে গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থায় অর্থগ্রাস গ্রহণ অবশ্যই পরিলক্ষিত হইত। বহু শিক্ষক ছাঁটাই হইয়া চরম আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইতেন। সম্ভ্রমের প্রশ্নটিও ইহার সহিত জড়িত ছিল। কিন্তু সুখের বিষয় তাহা হয় নাই। না হইবার অন্যতম কারণ হইল উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে +২ ক্লাস অনুমোদনের সিদ্ধান্তে।

মাধ্যমিক পর্ষদের সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরের ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত আরোপিত হইয়াছিল। তাহার ভিতর ন্যূনতম আট হাজার টাকার তহবিল ছিল অন্যতম। পর্ষদের সেই শর্ত মানিয়া লইয়া রাজ্যের সমস্ত এলাকার মত আমাদের জেলার স্কুলগুলিও আবেদন-পত্র পাঠাইয়াছিলেন। জেলায় ইহার সংখ্যা ছিল ৫৮। ছয় সদস্যের একটি পরিদর্শক দল বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে স্কুলগুলি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন-কালে সাগরদীঘিতে আমাদের সংবাদ-দাতার প্রশ্নের উত্তরে পরিদর্শক দলের জনৈক মুখপাত্র জানাইয়াছিলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে +২ ক্লাসের জন্য ব্লক সদরগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। গত সপ্তাহের জঙ্গিপুর সংবাদে বিশেষ প্রতিনিধি পরিবেশিত সংবাদ হইতে জানা গিয়াছে যে, জেলার ৫৮টি স্কুলের ভিতর এখন পর্যন্ত ২৮টি স্কুলে +২ ক্লাস অনুমোদন লাভ করিয়াছে। ২৮টির তালিকায় জঙ্গিপুর মহকুমায় রহিয়াছে ৫টি স্কুল এবং ১টি কলেজের নাম।

১০+২ ক্লাসের ১০ ক্লাস চালু হইবার পর হইতেই +২ ক্লাসের জন্য আবেদনকারী স্কুলগুলিতে অর্থ সংগ্রহের তোড়জোড় দেখা গিয়াছিল। সভা সমিতি, যাত্রানুষ্ঠান, গ্রামে গ্রামে অভিযান প্রভৃতি ছিল অর্থসংগ্রহের মাধ্যম। গ্রামের মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্কুলগুলির +২ এর আবেদনে সাড়া দিয়াছিলেন। অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। বহু পরিশ্রমের ফল স্বরূপ স্কুলগুলির পক্ষে +২ ক্লাসের অনুমোদন আনন্দদায়ক। হয়ত বা পরিবর্তনের স্বপ্নে বিভোর। আগামী জুলাই মাস হইতে +২ পাঠ্যক্রম চালু হইয়া ১০+২ পাঠ্যসূচীর দিগন্তে সূর্যোদয়ের নূতন সঙ্কেত নির্দেশ করিবে। তখনই হইবে নূতন পাঠক্রমের প্রকৃত এবং বাস্তব রূপায়ণ।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

টোকাটুকি ও বিল পাস

'টুকতে না দিলে বিল পাস হবে না' শিরোনামায় আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি ভিত্তিহীন। কারণ ষ্টেট ব্যাঙ্কে বিল পাস করা হয় না। 'বিল' বলতে যদি সরকারী বিল বোঝানো হয়ে থাকে তবে তা পাস করার দায়িত্ব ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীর, যার সঙ্গে ষ্টেট ব্যাঙ্কের সরাসরি কোন সম্পর্ক নাই। ষ্টেট ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীর পাস করা বিলের পেমেন্ট দিয়ে থাকে। মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী হিসেবে যে কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন তিনি একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। এ কথা সহজেই বোধগম্য যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর বিলের পেমেন্ট দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যাপারে কোন এক্তিয়ার নাই। —দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সম্পাদক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়া ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশন, জঙ্গিপুর শাখা।

মন্তব্যে মারপিট, জখম-২

জঙ্গিপুর, ৭ জুন—গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর স্কুলের মাঠে যাত্রানুষ্ঠানের দ্বিতীয় ও শেষ দিনে টাউন ক্লাব সম্পর্কে অনুষ্ঠাতাদের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা ছাইচাপা পড়ে, গতকাল শহরের বুকে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। প্রকাশ, সেদিনের সেই মন্তব্যের জের টেনে বাবুবাজার বনাম টাউন ক্লাবের মধ্যে মারপিট বাধে। এতে দু'পক্ষের দু'জন জখম হন। খবরটি পুলিশীসূত্রের।

পুরাণ কাহিনীর বাস্তব বিশ্লেষণ

—ঠাকুরদাস শর্মা

গঙ্গাপূজা

হিন্দুদের পবিত্র নদী গঙ্গার উৎপত্তির পুরাণ কাহিনী প্রত্যেকেরই জানা আছে। তাই সে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। তবু এটুকু বলা দরকার যে গঙ্গাকে মর্ত্তে আনয়ন করার তপস্যায় ভগীরথের পূর্ব্বতন আরো দু'পুরুষ তপস্যা ক'রেছিলেন। তিনপুরুষের প্রচেষ্টার পর ভগীরথ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করলেন। গঙ্গা অবতীর্ণ হ'লেন মর্ত্তে। কিন্তু সেই প্রবল বেগ ধারণ করার শক্তি একমাত্র শিবেরই ছিল। তাই ভগীরথকে তপস্যায় শিবকে সন্তুষ্ট ক'রে গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করতে সম্মত করাতে হ'য়েছিল। এরপর শিবের মস্তক হ'তেই গঙ্গা ভূতলে অবতীর্ণ হন ও সারা ভারতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে সাগরে মিশে যান। সাগর সন্তানরা হলেন শাপ মুক্ত। এই কাহিনী থেকেই সঠিকভাবে বাস্তব দিক নিরূপিত হয় যে, প্রয়োজনের প্রচণ্ডতম তাগিদ হিমালয় অঞ্চলে আবদ্ধ জলরাশিকে প্রবাহিত করানো হ'য়েছিল ভারতের সমতল ভূমির বুক দিয়ে। মনে হয় তাকে শস্যশ্যামলা করতে। এই কাজ করতে তিন পুরুষ ধরে ভগীরথ ও তাঁর পূর্ব্ব পুরুষদের পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যেতে হয়। ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে গঙ্গা আবদ্ধ ছিল। এ কথার বাস্তব অর্থ বিশ্লেষণে সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় যে সৃষ্টি-কর্ত্তার সৃষ্টির কোন এক উঁচু পাড় ঘেরা ভূমিতে ছিল এই জলধারা আবদ্ধ। সেই ধারাকেই সমতলে বহিয়ে আনার পরিকল্পনা চলে বহু বৎসর। শিবের মাথা হ'তে গঙ্গা মর্ত্তে অবতরণ করলেন, এই কাহিনী হ'তে অনুমিত হয় শিবের মস্তিষ্ক প্রসূত পরিকল্পনা এই জলধারাকে সমতলে নামিয়ে আনতে সাহায্য করে। পরে ভগীরথের পরিকল্পনানুযায়ী এই জলপথ নির্ধারিত হয়। এই হ'লো পৌরাণিক কাহিনীর বাস্তব বিশ্লেষণ। কিন্তু এই জলধারার নাম গঙ্গা কেন রাখা হ'লো বা কে এই নাম রাখলেন তারও বাস্তব বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

দেখা যাচ্ছে গঙ্গার অবতরণের সঙ্গে দুই দেবতা ও ভগীরথের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। ব্রহ্মাকে অবশ্য সৃষ্টির প্রতীক ধরলে তাঁর মানবিক সত্তার কোন অনুমান প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু শিব ও ভগীরথ দুই-ই মানবিকসত্তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাহলে হয় শিব না হয় ভগীরথ এ নাম রেখেছেন। কেন না ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে আবদ্ধ জলের নাম পুরাণে দেখা যায় সুরধনী। স্বর্গে প্রবাহিত নাম অলকানন্দা। গঙ্গা নাম প্রচলিত হ'লো মর্ত্তে। যে অংশে ভগীরথের কাজের প্রাধান্য বেশী সে অংশের নাম ভাগীরথী। তাহলে বাকী অংশের গঙ্গা নাম শিবকর্ত্তৃক দেওয়া হ'য়েছিলো বলে অনুমান করা অমূলক হবে না। পুরাণ কাহিনীতে দেখা যায় বুনো শিবের বীরত্বে ও রূপে আকৃষ্ট হ'য়ে পাহাড়ী কন্যা গঙ্গা শিবকে বিবাহ করেন স্বেচ্ছায়। সে কারণে মাতা কর্ত্তৃক অভিশাপগ্রস্তা হ'য়ে সেই নারী নদীরূপ প্রাপ্ত হয়। এ কাহিনীর বাস্তব দিক হ'ল গঙ্গার স্বেচ্ছায় বিবাহ মা মেনে নিতে পারেননি। তাই গঙ্গাকে মানবদেহ ত্যাগ করতে হয় অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু হয়; কিন্তু তাঁর ভালবাসা, তাঁর প্রেম শিব ভুলতে পারেননি। তাঁর অন্তরে, তাঁর চিন্তায় গঙ্গার রূপ চিরস্থায়ী বাসা বাঁধে। তাই যখন শিব এত বড় একটা জনমঙ্গলকারী পরিকল্পনা রূপায়ণে সফল হ'লেন, তখন সেই অপরূপ সৃষ্টির সঙ্গে নিজের প্রিয়তমার স্মৃতি চিরস্মরণীয় করে রাখতেই এই জলধারার নাম দিলেন গঙ্গাধারা বা গঙ্গানদী। মনে হয় গঙ্গা কাহিনীর বাস্তব বিশ্লেষণে এই সত্য মেনে নেওয়া অন্যায় হবে না।

পুর এলাকায় চুরি

জঙ্গিপুর, ৭ জুন—গত পরশু রাত্রে জঙ্গিপুর পুর এলাকার রাধানগর-মণ্ডলপাড়ায় সুফল মণ্ডলের বাড়ীতে কে বা কারা প্রবেশ করে নগদ ১৫০০ টাকা এবং জিনিসপত্রে আরো প্রায় দেড় হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ থানায় গতকাল একটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে। চুরির কিনারা এখনও হয়নি।

এই গ্রীষ্মের সবুজ-সবজি

বছরের যে সময়টা তাজা শাক-সবজির অভাব তখন কিন্তু অলাবু-গোত্রীয় অর্থাৎ লাউজাতীয় তরকারী সহজেই আমাদের খুশী করতে পারে। কারণ লাউগোত্রীয় সবজিগুলি অল্প পরিশ্রমেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলন দিতে সক্ষম। ফলে লাভের অংক কম হয় না। তবে ভালো ফলনের জন্য উন্নত জাতের বীজ, নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করা এবং পরিমিত ভাগে জৈবিক ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা দরকার। তবে মনে রাখতে হবে অলাবুগোত্রীয় সবজির পর্য্যাপ্ত ফলন পেতে শুধু উন্নত প্রথায় সার ও সেচ দিলেই চলবে না, সময়মত রোগ পোকাও প্রতিরোধ করতে হবে। বিশেষ করে লাউজাতীয়

রোগপোকা নিয়ন্ত্রিত লাউগোত্রীয় গ্রীষ্মের সবুজ সবজি।

(করোলা বাদে) ফসলে বিট্‌লের আক্রমণ রোধ করা দরকার। অল্প জায়গায় এই বিট্‌লের আক্রমণ দমন করতে হাত দিয়ে শুঁয়া পোকা তুলে ফেলে কেরোসিন মিশ্রিত জলে ফেলে দিতে হবে আর রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রত্যেক লিটার জলে ২ মিলি লিটার রোগর মিশিয়ে ফল আসার আগে ৮ থেকে ১০ দিন অন্তর স্প্রে করে দিতে হবে। রোগর স্প্রে করলে যাব পোকাও ধ্বংস হবে। আর যদি ফসলে কাটুই পোকার আক্রমণ হয় তবে চারা রোয়ার আগে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় বি এচ সি ছড়িয়ে দিতে হবে। এ ছাড়াও মালাথিওনের শতকরা ০.৯ ভাগ স্প্রে করে দিতে হবে এবং তাতে ফ্রুটফ্লাইও ধ্বংস হবে। আর এনথ্রাকনোজ রোগ দূর করার জন্য শতকরা ০.২ ভাগ বেনলেটের ২ গ্রাম এক লিটার জলে মিশিয়ে সপ্তাহে একবার স্প্রে করে দেওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে ফসল তোলার ১০-১৫ দিন আগেই সমস্ত প্রকার রাসায়নিক ঔষধ স্প্রে করা বন্ধ রাখতে হবে। এবার গ্রীষ্মে লাউগোত্রীয় এই সবজিগুলির চাষ করতে পারেন।

লাউ ঃ—পুসা সামার, প্রলিফিক্ রাউণ্ড, পুসা সামার প্রলিফিক্ লঙ্, পুসা মন্‌জারী এবং পুসা মেঘদূত প্রভৃতি লাউগুলি গরমে চাষের পক্ষে ভালো। এই জাতের লাউবীজ ৬০-২৪০ সেমিঃ দূরে দূরে নালীতে অথবা এক মিটার দূরে দূরে গুচ্ছে লাগানো উচিত। সাধারণতঃ প্রত্যেক গোছায় ৩ থেকে ৪টি করে বীজ লাগানো হয় এবং পরে গাছের বাড় বুঝে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল চারা তুলে ফেলতে হয়। প্রতি হেকটারে ছয় কেজি বীজ দরকার। চারা কিছু বড় হলেই প্রথম বার ৪০ কেজি এমোনিয়াম সালফেট চাপান দেওয়া ভালো, আর ফল ধরা শুরু হলে দ্বিতীয় বার চাপান দিতে হবে। হেকটার প্রতি প্রায় ১৫০-২০০ কুইন্টাল ফলন পাওয়া যায়।

ঝিঙে ঃ—জুন জুলাই অবধি ঝিঙে ও ধুঁধুল লাগানো যায়। নতুন জাতের ঝিঙে 'পিলিভিট্' বিট্‌ল প্রতিরোধে সক্ষম। এ ছাড়াও উন্নত জাতের ঝিঙের মধ্যে পুসা বিকানি, পুসা নাদার এবং ইয়ার্ড লঙ্ গরমে বোনার পক্ষে উপযুক্ত। হেকটার প্রতি ১ থেকে ১.৫ কেজি বীজ দরকার। মাত্র ৩৫ কেজি এমোনিয়াম সালফেট ফল ধরার পর্য্যায়ে দিলেই চলবে। হেক্টার প্রতি ১০০ থেকে ১৫০ কুইন্টাল ফলন দিতে সক্ষম।

করোলা ঃ—পুসা দো মৌসুমী খুব জনপ্রিয় জাতের করোলা। এই জাতীয় করোলা গ্রীষ্মে ও বর্ষায় চাষ করা যায়। এ ছাড়াও উন্নত জাতের অর্কা হরিৎ এবং কয়ম্বাটুর লঙ্ জাতীয় করোলাও গ্রীষ্মে ও বর্ষায় চাষ করা যায়। ভারী বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে ভেলীতে বীজ বোনা উচিত। হেক্টার প্রতি ৫ কেজি বীজ দরকার। ৩০ থেকে ৪০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে গোছায় বীজ বুনতে হবে। তারপর চারার বাড় বুঝে প্রত্যেক গুচ্ছে দুটি অথবা তিনটি করে চারা রাখুন। খামার সার ছাড়াও চার-পাঁচটি পাতা বের হলে করোলা লতায় ৩০ কেজি এমোনিয়াম সালফেট চাপান দিন ও সেচ প্রয়োগ করুন। সাধারণতঃ প্রতি হেক্টারে ১০০ কুইন্টাল ফলন তোলা যায়। জুলাই অবধি বীজ বোনা চলে।

শশা ঃ—শশা সবার প্রিয়। ভালো জলনিকাশী ব্যবস্থাসম্পন্ন ও জৈব সার-যুক্ত মাটিতে শশার ফলন ভালো হয়। অম্লযুক্ত মাটিতেও শশা জন্মে। পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য জাপানিজ লঙ্ সুপারিশ করা হয়। এ ছাড়াও স্থানীয় জাতের মধ্যে পুনাক্ষীরা, দার্জিলিং-সিকিম জাতের শশা চাষের জন্য সুপারিশ করেন। প্রতি হেক্টরের জন্য ২.৫ থেকে ৩.৫ কেজি বীজ দরকার। ৩০ সেমি লম্বা সারির জন্য ২৫ গ্রাম বীজ দরকার। গোছায় বীজ বুনলে চারা বেরোনোর পর দুটি করে চারা রেখে বাকী চারা তুলে ফেলুন। এক গুচ্ছ থেকে আর এক গুচ্ছ অবধি ৬০ সেমি দূরত্ব রাখুন। আর ভেলীতে বুনলে ৩০ থেকে ৪৫ সেমি দূরত্ব রাখুন। শশার চারা বেশী গভীরে যায় না বলে প্রথমেই মাটি বেশ গভীর করে চষে নেওয়া উচিত। চারার বাড় ভালো-মত শুরু হলে বেশী গভীর করে অন্তর্বর্তী চাষ করা উচিত নয়।

—এফ আই ইউ

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১.৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

নোটীশ

জেলা মুর্শিদাবাদ
বহরমপুর জজ আদালত
মোঃ নং—৪২/৭৫ এম এ

রওসননেসা চৌধুরী মৃত্যন্তে ওয়ারিশ লিয়াকত আলি চৌধুরী দিং পিতা মৃত ওয়াসেফ আলি চৌধুরী সাং আলিনগর থানা ফরাক্কা জেলা মুর্শিদাবাদ ... দরখাস্তকারী

বনাম

জামালুদ্দিন চৌধুরী পিতা হাবিবুদ্দিন চৌধুরী সাং আলিনগর থানা ফরাক্কা জেলা মুর্শিদাবাদ ... প্রতিপক্ষ

যেহেতু উপরোক্ত আদালতে মালদহ-মুর্শিদাবাদ-ফরাক্কা ব্যারেজ লাণ্ড একুইজিসন কালেকটারের এওয়ার্ডের বিরুদ্ধে আপত্তি শুনানীর জন্য ১৫/৭/৭৬ তারিখ ধার্য্য হইয়াছে অতএব আপনাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আপনি যদি এই মোকর্দ্দমার আপত্তি দাখিল করিতে চান তবে আপনি সন ১৯৭৬ সালের ১৫/৭ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে ১০॥০ ঘটিকায় স্বয়ং কিংবা উপযুক্ত মতে উপদেশপ্রাপ্ত মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত আবশ্যকীয় প্রশ্ন সকলের উত্তর দানে সক্ষম কোন উকিল দ্বারা এই আদালতে উপস্থিত হইবেন। আপনি পূর্ব্বোক্ত দিনে উপস্থিত না হইলে আপনার অসাক্ষাতে মোকর্দ্দমা শুনানী ও নিষ্পত্তি করা হইবে।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্তমতে অদ্য সন ১৯৭৬ সালের ৩০/৫ তারিখে দেওয়া গেল।

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সেরেস্তাদার
মুর্শিদাবাদ জেলা জজ আদালত
বহরমপুর

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১৬ মার্চ, ১৯৭৪। পলিসি হোলডার স্থানীয় এম আগরওয়ালা ও নারায়ণদাস আগরওয়ালা জীবন বীমা সংস্থার বহরমপুর শাখা অফিস থেকে জেনেছেন যে, ব্যাঙ্কের রসিদগুলি আদৌ তাঁদের নয়। ওগুলি জাল করা হয়েছে। এবং তাঁদের প্রিমিয়ামের টাকা জমা পড়েনি। যদিও তাঁরা নগদ টাকা দিয়েছিলেন হরেনবাবুকে। খবর নিয়ে জানা গিয়েছে যে, জাল রসিদ দুটির আসল হকদার প্রণবকুমার চ্যাটারজি, যাঁর জীবন বীমা পলিসি নম্বর ৯০৭৪৭০২ এবং রসিদ নম্বর যথাক্রমে ১০৬ ও ১০৭। ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়ার জঙ্গিপুর শাখায় প্রিমিয়ামের টাকা জমা দেওয়া হয়েছিল ১৬ মার্চ ১৯৭৪ তারিখে ১০৬ নম্বর রসিদে ৭-১০-৭৩ এর দেয় ৭২·৫৮ টাকা এবং একই তারিখে ১০৭ নম্বর রসিদে ৭-১-৭৪ এর দেয় ৭১·৫০ টাকা।

পলিসি হোলডার নারায়ণদাস আগরওয়ালা ও মনোহরলাল আগরওয়ালা (এম আগরওয়ালা) বিভিন্ন জায়গায় সংশ্লিষ্ট ডেভেলপমেনট অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাঠিয়েছেন। অভিযোগে নারায়ণবাবু লিখেছেন যে, জীবন বীমা সংস্থার বহরমপুর শাখার ডেভেলপমেনট অফিসার হরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর ৩১৭৮০৫৫, ৩২০১৬৯২১ এবং ৩২৮৮৩৪৮০ নম্বর পলিসি প্রিমিয়ামের ৬১০০·২০ টাকা ৫ কিস্তিতে আত্মসাৎ করেছেন। মনোহরলাল আগরওয়ালা তাঁর লিখিত অভিযোগে জীবন বীমা সংস্থার ডেভেলপমেণ্ট অফিসার হরেন্দ্রনাথ রায়কে (কোড নং ১০৪/৪৪৬) 'একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতারক' হিসেবে চিহ্নিত করে জানিয়েছেন যে, তাঁর জীবন বীমা সংস্থার ৩২৮৮২৪৮০ নম্বর পলিসির ১৬৫০·০০ প্রিমিয়াম মানি আত্মসাৎ করেছেন সংশ্লিষ্ট ডেভেলপমেনট অফিসার।

আর একজন পলিসি হোলডার জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের ডাঃ হাসিনা বানুর ২০ হাজার টাকার ৩২৬০৩৭৪৬ নম্বর পলিসির ১৯টি প্রিমিয়ামের প্রায় ৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন জীবন বীমা সংস্থার সংশ্লিষ্ট ডেভেলপমেনট অফিসার হরেন্দ্রনাথ রায়। ১৯টি প্রিমিয়ামের মধ্যে ১১টি প্রিমিয়ামের রসিদ ডাঃ বানু পেয়েছিলেন হরেনবাবুর কাছ থেকে। পরে জানা গেছে সেগুলি সমস্তই জাল। ষ্টেট ব্যাঙ্কের এই রসিদগুলির নম্বর হল : ১৬, ৫২, ২, ১২, ১১, ২, ১৯, ৭ ৯৩, ১৩৮ ও ৯৯। তারিখ যথাক্রমে ৮ জুন ১৯৭১, ২৫ মে ১৯৭১, ১৪ জুন ১৯৭২, ১১ জুলাই ১৯৭০, ১১ জুলাই ১৯৭০, ১৯৭০, অস্পষ্ট, ৫ জানুয়ারী ১৯৬৬, ৩ জুলাই ১৯৬৮, ১৯৭৪, ১৯ জুলাই ১৯৭৪। ডাঃ বানু জাল রসিদগুলির একটি করে অংশ জীবন বীমা সংস্থার বহরমপুর শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে দিয়েছেন তদন্তের জন্য।

ডেভেলপমেনট অফিসার হরেন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে রঘুনাথগঞ্জ থানায় এখন পর্যন্ত দু'টি অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে, গত ২৭ মে ডিভিসনাল ম্যানেজার তদন্তে এসে অভিযোগকারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। তদন্ত একাধিকবার হয়েছে কিন্তু শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা সংস্থার পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে কিনা সে খবর জানা যায়নি।

নিহত শিরীষের জন্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগরদীঘি : ডিসট্রিকট বোর্ডের ফরাক্কা-আজিমগঞ্জ রাস্তায় সাগরদীঘি থানার পাটকেলডাঙ্গা অঞ্চলের ইসলামপুর গ্রামে একটা শিরীষ গাছ প্রাকৃতিক নিয়মেই বড় হয়ে উঠেছিল। সে কোনদিন কারো কোন ক্ষতি করেনি। তবু তাকে মরতে হল ঘাতকের কুঠারাঘাতে। তার একজন প্রতিবেশী, মানে জনৈক গ্রামবাসী, তাকে অকালে খুন করল। দরদী গ্রামবাসীরা ঘাতক গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানালো সাগরদীঘি থানার বড় দারোগা, সাগরদীঘি অধঃস্তন ভূমি সংস্কার আধিকারিক এবং জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের দরবারে। গ্রামবাসী সূত্রে জানা গেল, শিরীষ হত্যা তদন্তের দায়িত্বভার বর্তেছে সাগরদীঘি অধঃস্তন ভূমি সংস্কার আধিকারিকের ওপর।

শিক্ষক চাই

ডেপুটেশন-এ একজন বি, এ, বি, টি, শিক্ষক আবশ্যক। ১৮/৬/৭৬ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক
অরঙ্গাবাদ জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা
পোঃ দহরপাড়, জেলা মুর্শিদাবাদ

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

- ❋ এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
- ❋ আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
- ❋ কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
- ❋ রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
- ❋ হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
- ❋ এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
- ★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

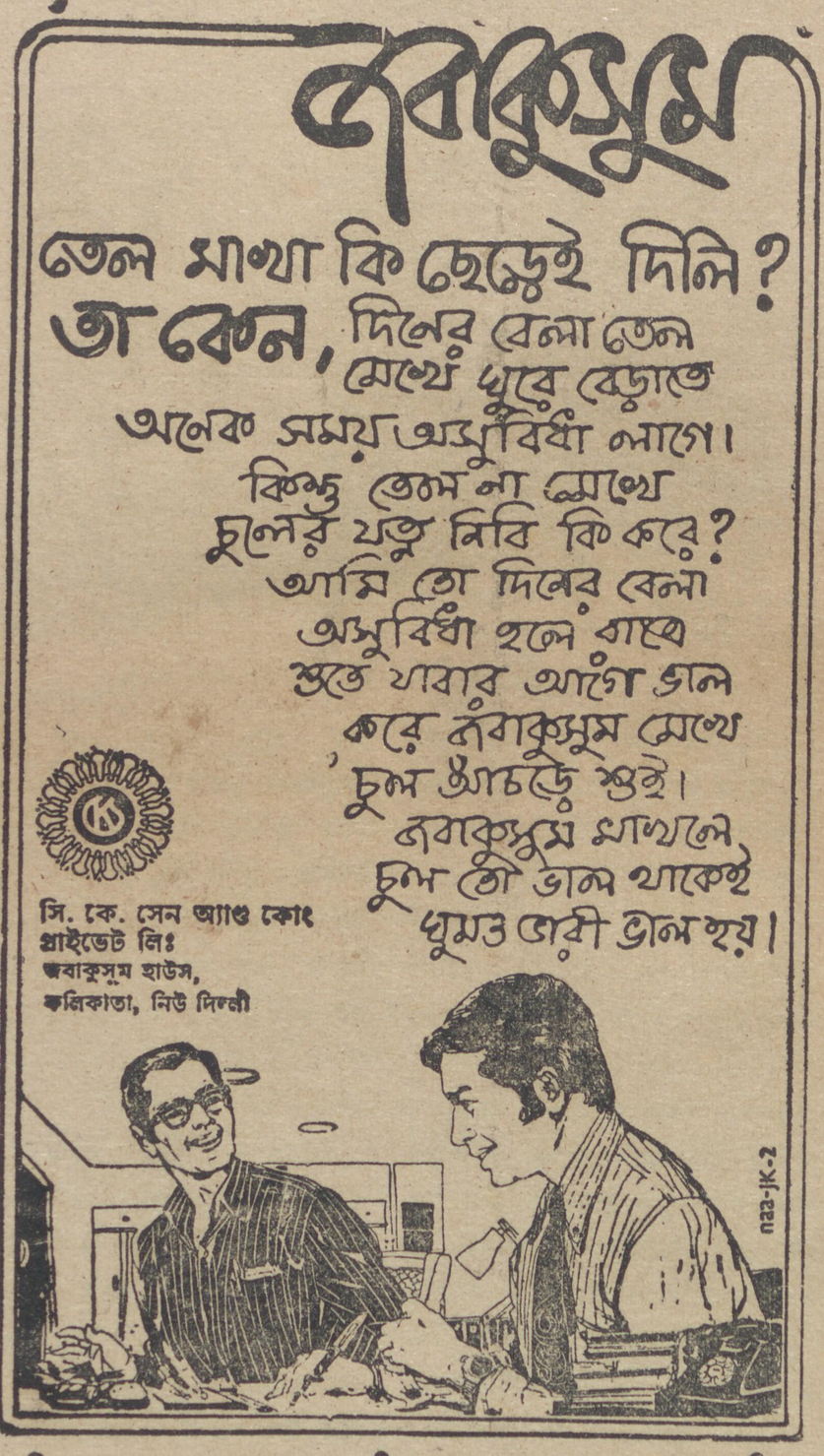

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।